দৈনিক খবর

তারিখ 19 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মতামত

ভর্তি সমস্যা ঃ ভালো স্কুল এবং কিছু পদক্ষেপ

● সেলিমা সুলতানা ●

আমাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা বর্ষ শুরু হয় জানুয়ারীতে। কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণ ও নতুন শ্রেণীতে ভর্তি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো ডিসেম্বর–এর মধ্যেই সাধারণতঃ শেষ হয়ে যায়। অবশ্য প্রলম্বিত হয়ে তা জানুয়ারী পর্যন্তও চলতে থাকে। অভিভাবক যারা তাদের সন্তান–সন্ততিদের নতুন ভর্তি করাবেন অথবা প্রাইমারী শেষ হবার পর স্কুল পরিবর্তন করতে চান সকলেই এখন ভর্তি সমস্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র।

সব অভিভাবক চান তাদের ছেলেমেয়েরা একটি ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ যেন পায়, উন্নত পরিবেশ ও শৃঙ্খলাবোধের মধ্যে থেকে, তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু অভিভাবকদের এ আশা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দুরাশাই থেকে যায়। ভর্তি পরীক্ষার বহু আগে থেকেই অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করার আশায় গৃহে একাধিক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। নিজেরা তৎপর হন। ভাল ভাল সদ্য প্রকাশিত সহায়ক পুস্তকের শরণাপন্ন হন। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হন এবং ছেলেমেয়েদের চাইতে নিজেরাই বেশী শংকা ও উদ্বেগে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ফল প্রদানের পর হতাশা জর্জরিত অভিভাবকবৃন্দ পুনরায় নতুন সমস্যার আবর্তে পড়েন কোথায় তিনি তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন? আবার এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে, অনুরোধ, ডোনেশন ইত্যাদির পর সবশেষে এক অখ্যাত স্কুলে ভর্তি করাতে বাধ্য হন। পরবর্তী বছরে দ্বিগুণ প্রচেষ্টা চালাবেন তার সন্তানকে ভাল একটি স্কুলে ভর্তি করাতে– এই প্রত্যাশায়।

ভর্তি পরীক্ষার সময় যে দু'টো সমস্যা সাধারণতঃ আমরা দেখি তা হলো ক একটি শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের চাইতে বহুগুণ বেশী আবেদনকারী। খ ভাল ও নামী দামী স্কুলগুলোতে ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর সংখ্যাধিক্য।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ভর্তি সমস্যা প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। আমরা জানি ও আমরা নিজেরাও চাই, ছেলেমেয়েরা একটি ভালো স্কুলে পড়ুক। কাজেই ভালো স্কুলে পড়ানোর প্রবণতা ও ইচ্ছা সব অভিভাবকের। নামী–দামী স্কুলে পড়ানোর প্রতি বিশেষ ঝোঁক রয়েছে কিছুসংখ্যক বিত্তবানের। সাধারণমধ্যবিত্ত অভিভাবক চান সন্তানদের সুশিক্ষাসহ ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা। কাজেই সংখ্যায় অধিক এবং ভালো স্কুল আমাদের সমস্যা সমাধানের প্রথম শর্ত। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ভালো স্কুল প্রয়োজন। ব্যাপারটি একটু বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়ঃ– (ক) প্রতিটি এলাকায় অধিকসংখ্যক স্কুল নির্মাণ (সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে), (খ) প্রতিটি স্কুলে দুই শীফট চালুকরণ (এখন কিছু কিছু স্কুলে চালু রয়েছে), (গ) এলাকা ভিত্তিকভাবে ভর্তি এবং (ঘ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে ভালো স্কুল বলতে কি বোঝায়? কিভাবে ভালো স্কুল গড়ে উঠবে? আমরা দেখছি বর্তমানে ভালো স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরাই সুযোগ পাচ্ছে। অন্য যারা ভর্তি হতে পারছে না তারা অন্য স্কুলগুলোতে ভর্তি হচ্ছে। কিন্তু অনেকেরই মেধা সঠিকভাবে যাচাই হচ্ছে না অথবা মূল্যায়ন হচ্ছে না। এ অবস্থার

৪–এর পাতায় দেখুন

ভর্তি সমস্যা

৫–এর পৃষ্ঠার পর

নিরসনকল্পে এলাকা ভিত্তিক ভর্তি বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয়। প্রতিটি এলাকাতেই দুই বা ততোধিক স্কুল রয়েছে। যে যে এলাকার ছাত্র–ছাত্রী তাদেরকে সেই সেই এলাকার স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। এতে করে সব এলাকায় সমমেধার ছাত্র–ছাত্রী সেই এলাকার স্কুলগুলোতে ভর্তি হবে। সব মেধা শুধুমাত্র রাজধানীর গুটি কয়েক ভালো এবং নামী–দামী স্কুলে জমায়েত হবে না। এতে করে প্রতিটি এলাকায় প্রতিটি স্কুলই চাইবে ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের স্কুলকে একটি উন্নতমানের স্কুলে পরিণত করতে। বিদেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যার ফলে সেখানে ভর্তি সমস্যার এই জটিলতা নেই। এতে করে স্কুলগুলোর মান উন্নত হবে/ গুটিকয় সরকারী স্কুলে ভর্তির চাপ কমে যাবে এবং এলাকার স্কুলগুলো থেকে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ের ব্যবধান হ্রাস পাবে। এখন দূরশিক্ষা, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগও কঠিন কিছু নয়। ভালো স্কুল গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা ও মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি সীমিত রাখতে হবে। এজন্য অধিকসংখ্যক স্কুল প্রয়োজন। স্কুলের মানোন্নয়ন লক্ষ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক–শিক্ষিকা অত্যাবশ্যক। এ জন্যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা যতটুকু সম্ভব পূরণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কিছুসংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী বিভিন্ন কারণে (যেমন অসুস্থতা জনিত কারণে, অভিভাবকের স্থানান্তর ইত্যাদি) এলাকায় বহির্ভূত স্কুলে ভর্তি হতে পারে। এই সমস্ত ছাত্র–ছাত্রীকে মেধা যাচাই–এর মাধ্যমে বা ডোনেশনের মাধ্যমে ভর্তি করানো যেতে পারে– এতে স্কুলের মানোন্নয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। ধীরে ধীরে এই স্কুলগুলো এলাকা ভিত্তিকভাবেই এক একটি ভালো স্কুল হিসেবে গড়ে উঠতেপারে।